পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সচিবের দপ্তর		
প্রাপ্তির তারিখ	ঃ	২৭/৩/২৪
ডাইরী নম্বর	ঃ	৩২৬
তারিখ	ঃ	
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/উন্নয়ন/সমন্বয়/পরিবেদ)		
সচিবের একান্ত সচিব	ঃ	
স্বাক্ষর ঃ	ঃ	

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

নং-২৯.০০.০০০০.২১০.২১.০০১.২৪.৬৩

তারিখঃ ২৭/০৩/২০২৪ খ্রিস্টাব্দ।

বিষয়ঃ গত ০৩/০৩/২০২৪ হতে ০৫/০৩/২০২৪ পর্যন্ত খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় জেলা পরিষদের প্রকল্প , মানিকছড়ি ইংলিশ স্কুল এর নামে খাস জমি বন্দোবস্ত এবং জাবারাং কল্যাণ সমিতি এনজিও এর কার্যক্রম পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল প্রসঙ্গে।

সূত্র: স্মারক নং ২৯.০০.০০০০.২১৩.৯৯.০৩০.২২-১৫৬ তারিখ ২৯/০২/২০২৪ খ্রি:

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক গত ০৩/০৩/২০২৪ হতে ০৫/০৩/২০২৪ তারিখ পর্যন্ত খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের নিম্নোক্ত ০২(দুই)টি প্রকল্প, উন্নয়ন বোর্ড এর ০১(এক)টি ও মানিকছড়ি ইংলিশ স্কুল এর নামে খাস জমি বন্দোবস্ত এবং জাবারাং কল্যাণ সমিতি এনজিও এর কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়।

প্রকল্প সমূহ:

১। পর্যটন স্পর্ট উন্নয়ন (প্রতিবেদন সংযুক্ত)।
২। ভিলেজ কমন ফরেস্ট(ভিসিএফ) (প্রতিবেদন সংযুক্ত)।
৩। কপি ও কাজুবাদাম সৃজন, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড,খাগড়াছড়ি (প্রতিবেদন সংযুক্ত)।
৪। মানিকছড়ি ইংলিশ স্কুল এর নামে খাস জমি বন্দোবস্ত (প্রতিবেদন সংযুক্ত)।

এনজিও সমূহ:

১। জাবারাং কল্যাণ সমিতি (প্রতিবেদন সংযুক্ত)

প্রকল্প ভিত্তিক ও মানিকছড়ি ইংলিশ স্কুল এবং এনজিও ভিত্তিক পরিদর্শন প্রতিবেদন সংযুক্ত করা হল। ইহা মহোদয়ের সদয় অবগতি এবং পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য উপস্থাপন করা হল।

২৭.০৩.২৪

(মো: আমিনুল ইসলাম)
পরিচিতি নং-৫৯৬৯
অতিরিক্ত সচিব
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সচিব
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

প্রশাসন অনু বিভাগ	
প্রাপ্তির তারিখ	২৮/৩/২৪
প্রেরণের তারিখ	
ডায়েরী নং	৩৬৭
যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)	
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	

২৮/৩/২৪

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় যুগ্মসচিব (প্রশাসন) এর দপ্তর		
প্রশাসন-১ শাখা	ঃ	প্রশাসন-২/বাজেট শাখা
আইন শাখা	ঃ	হিসাব শাখা
পিও	ঃ	
আইসিটি শাখা	ঃ	
ডাইরী নং ৪৬৩	ঃ	তারিখ ২৮/৩/২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(www.mochta.gov.bd)

পর্যটন স্পট পরিদর্শন প্রতিবেদন :

গত ৫/৩/২০২৪ তারিখে পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত হর্টিকালচার পার্ক পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন কালে পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব টিটন খীসা এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব মো. সাইফুল্লাহ্ উপস্থিত ছিলেন।

পার্বত্য জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পর্যটনে এক অপার সমৃদ্ধময় স্থান। প্রতিবছর বহু পর্যটক খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় ভ্রমণ করেন। পার্বত্য জেলার অন্যতম পর্যটন স্পট সাজেক রাংগামাটি জেলায় অবস্থিত হলেও যোগাযোগ ব্যবস্থা খাগড়াছড়ির মাধ্যমে হওয়ার এ জেলা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পর্যটন ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে এ জেলাকে আরও সমৃদ্ধশালী করা সম্ভব। পর্যটন ব্যবস্থার সাথে দিন দিন তরুণ যুবক যুবতীরা অংশগ্রহণ করার ফলে পার্বত্য জেলাকে তামাক ও মাদক মুক্ত করা সম্ভব হচ্ছে। খাগড়াছড়ি জেলার শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত জেলা পরিষদ হর্টিকালচার পার্কটি প্রতিষ্ঠার ফলে বহু লোকের বিনোদনের একটি অন্যতম পর্যটন স্পটে পরিণত হয়েছে। এ পার্ককে আরও সম্প্রসারণ করা হলে,দেশের দূর দুরান্ত হতে বহু লোক এখানে ভীড় করবে। এ পার্কটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। জেলার পর্যটন ব্যবস্থাপনা পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরিত একটি বিভাগ/বিষয় হিসেবে হর্টিকালচার পার্কটি সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে পর্যটন ব্যবস্থা বিকশিত করার লক্ষ্যে এ পরিষদ এ প্রকল্পটি গ্রহণ করতে চায়।

জেলা সদরের জিরো মাইল এলাকায় প্রায় ২৪ একর জায়গা জুড়ে এ পার্কটির অবস্থান । পার্কের জায়গাটি সমাপ্ত হওয়া উদ্যান খামার স্থাপন ও উন্নয়ন শীর্ষক একটি প্রকল্পের অধীনে ছিল। প্রকল্পটি সমাপ্ত হওয়ার পর কয়েক বছর অবহেলিত অবস্থায় ছিল।এক পর্যায়ে উল্লিখিত জায়গাটি জনৈক সংগঠনকে দীর্ঘমেয়াদী লীজ দেয়ার জন্য কৃষি সম্প্রসারণ,খাগড়াছড়ি হতে কৃষি মন্ত্রণালয়কে প্রস্তাবনা দেয়া হয়। পরবর্তীতে কৃষি মন্ত্রণালয় হতে পার্বত্য জেলা পরিষদকে উদ্যান খামার প্রকল্পের সমাপ্ত হওয়া উক্ত জায়গায় উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য হস্তান্তর করা হয়।

দুই পাহাড়ের সংযোগে এখানে রয়েছে ঝুলন্ত ব্রীজ, ফুড কর্ণার এবং পাশে রয়েছে সুন্দর একটা লেক। পার্কের ফুড জোনে স্থানীয় ঐতিহ্যবাহী খাবার সহ বিভিন্ন রকমের ফাষ্ট ফুডের ষ্টল রয়েছে। পার্কে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সভা, পিকনিক, সামাজিক/সাংসকৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য হলরুম ও উম্মুক্ত মঞ্চ এবং সাময়িক অবস্থানের জন্য গেষ্টহাউজের ব্যবস্থা রয়েছে। হর্টিকালচার পার্কের অধিকাংশ জায়গা জুড়ে রয়েছে ফুল, ফলদ ও ঔষধি মাতৃগাছের চারা/কলম/বীজ উৎপাদনের বিশাল আয়োজন। হর্টিকালচার পার্কে শিশুদের বিনোদনের লক্ষ্যে স্বল্প পরিসরে শিশু পার্ক/কিডস জোনে খেলার সরঞ্জমাদিসহ আকর্ষণীয় রাইডস স্থাপন করা হয়েছে। সবুজ বেষ্টনী এবং কৃত্রিম হ্রদে বিকেল বেলা বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর জন্য জেলা সদরের একটি অনন্য সুন্দর হর্টিকালচার পার্ক। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এ পার্কটি বর্তমানে খাগড়াছড়ি শহরের একটি আকর্ষণীয় পর্যটন স্পট হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। এরই প্রক্রিয়া হিসেবে পার্ক সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন করাই এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। প্রতিবছর খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ হতে কিছু কিছু উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। তবে, পার্কের জন্য একটি প্রায় ৫০ কোটি টাকার একটি ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে বিবেচনাধীন রয়েছে।

সুপারিশ: পর্যটন স্পটটি সরেজমিনে পরিদর্শণ করা হলো। ইহা অত্যন্ত চমৎকার এবং সুন্দর। স্পটটিতে আরো উন্নয়ন মূলক কাজ করে বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে।

৭/৩/২৪

(মোঃ আমিনুল ইসলাম)
অতিরিক্ত সচিব
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

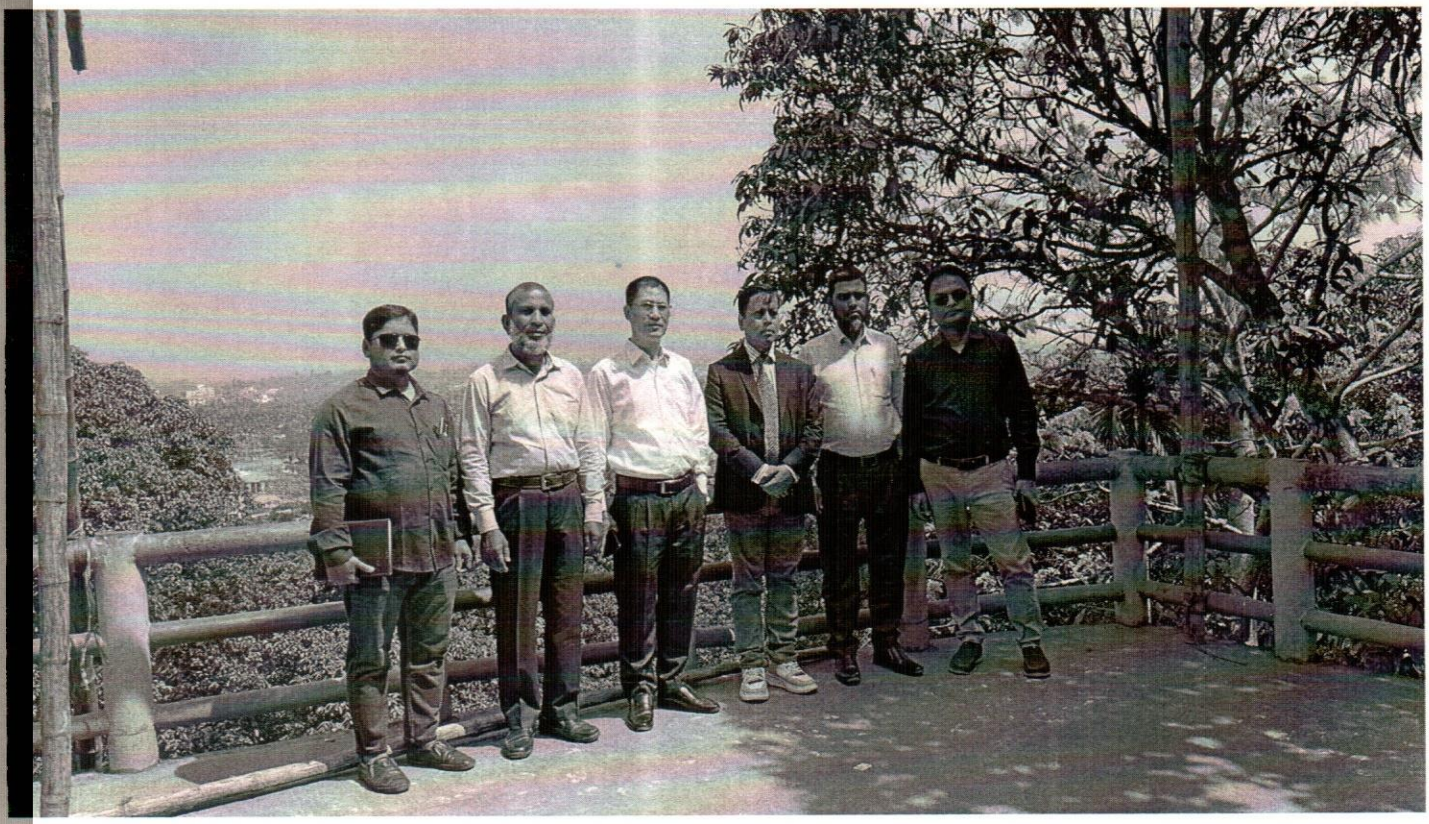

Chittagong Hill Tracts Watershed Co-management Activity (CHTWCA)
Strengthening Inclusive Development in Chittagong Hill Tracts (SID-CHT)
A project of Ministry of Chittagong Hill Tracts Affairs and UNDP Bangladesh
Implemented by: Khagrachari Hill District Council

Chittagong Hill Tracts Affairs Ministry Honorable Additional Secretary Mr. Md Aminul Islam, Mangalchan VCF Inspection Report





Visited Place: Mangalchan VCF, 263 no Kamalchari Mouza,2 no Kamalchari Union, Khagrachari Sadar.
Date: 04/03/2024

General Context:

The Chittagong Hill Tracts (CHT) is home to 11 ethnic groups, in addition to the Bengali population, with a total population of 1.6 million. The CHT contains 43 percent of all forests in Bangladesh, making the region an important national asset in biodiversity and other forests resources.

The Reserved Forests (RFs) are managed by Bangladesh Forest Department (BFD). But the forests outside the RFs are managed by various institutions such as the traditional institutions, Hill District Councils, Deputy Commissioner, and BFD with participation of local communities. Village Common Forests (VCF) or *Mouza* forests fall outside RFs and are important habitats, crucial source of forest products and services for the surrounding communities, including maintaining water flow in streams.

The overall CHTWCA goal is to promote and institutionalize integrated watershed co-management system for sustainable natural resource management and biodiversity conservation that results in responsible, equitable economic growth and sound environmental governance.

CHTWCA (Khagrachari) Context:

The USAID funded Chittagong Hill Tracts Watershed Co-management Activity (CHTWCA), has been implementing by KHDC under the Strengthening Inclusive Development in CHT (SID-CHT) Project, aims at integrated ecosystem management of forests at Village Common Forests/Mauza reserves and their associated micro-watersheds.

Enhance the ability of traditional institutions to establish well-being of forest and natural resources in Chittagong Tracts, develop general guidelines and plans for managing other natural resources including VCF, effective measures to protect natural resources related lands and enhance efficiency in providing necessary assistance in natural resource management.

Presently 59 VCFs under the KHDC partnership LoA and managing with a dedicated project team collaborating with SID-UNDP district team.

Chittagong Hill Tracts Affairs Ministry Honorable Additional Secretary Mr. Md Aminul Islam, Mangalchan VCF Inspection Report

- .The VCF Management System, Mangalchan Para informed the Secretary Sir about the project.
- Mangalchan demonstrates Village Common Forest (VCF). Then went to VCF community and visited VCF office.
- The honorable secretary had an open discussion with the villagers.

Brief description of Hon'ble Secretary Sir's Mangalchan VCF visit:

A monitoring visit was organized at Mangalchan Para VCF, 263 no Kamalchari Mouza, 2 no Kamalchari Union, Khagrachari Sadar. **Mr. Aminul Islam,** Additional Secretary of Ministry of Chittagong Hill Tracts Affairs and **Mr. Titan Khisa**, Chief Executive officer, KHDC, CHTWCA team members were attended at the visit. During the visit the team visit the VCF and meeting with community peoples. At the meeting Headman, Karbari and some community peoples were attended.

At the meeting **Mr. Upanto Tripura, President of VCF Management Committee** informs that the VCF is about 121 acres. He also informs the VCF has been conserved since about 1980.

He thanked the honorable secretary sir for coming to Mangalchan village.

Mr. Aminul Islam, Additional Secretary of Ministry of Chittagong Hill Tracts Affairs gives his valuable speech about the monitoring visit. He said that VCF conservation is very important for nowadays on climate change issue. We're cutting trees as we want. From the forest we used to use bamboo, trees, fruit collection, wild animal hunting, etc. We are destroying the forest resources. Living without water is difficult. So, we have to conserve the forest for water. He requests to the community peoples to conserve the VCF. He promised that the VCF will include to the CHTWCA project.

Output of the Visit:

- Additional Secretary of Ministry of Chittagong Hill Tracts Affairs project interventions and activities.
- Visit VCF with VCF management committee members.
- A discussion with management committee.

Challenges at the event:

- Less time of officers to visit VCF.
- VCF communities are far away from city.

Mangalchan Para VCF brief information and map and photos at a glance (during the visit of Hon'ble Additional Secretary)

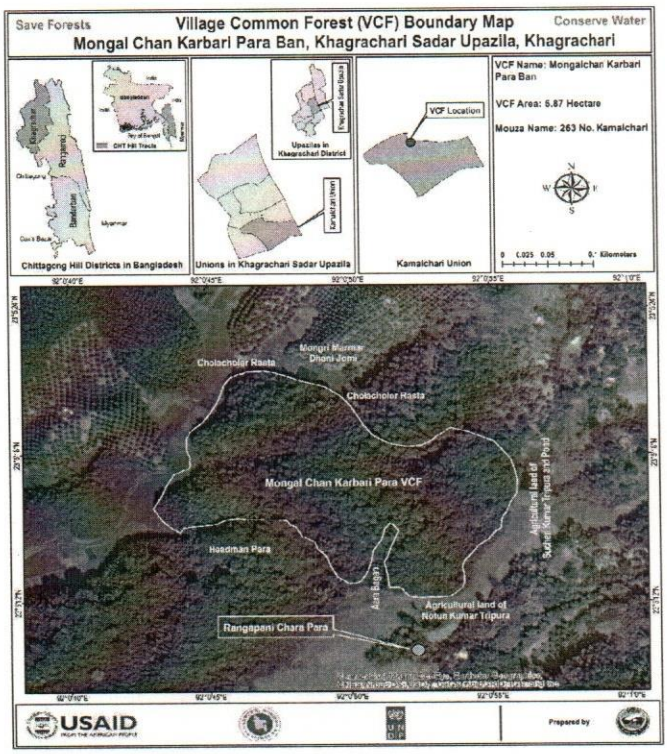

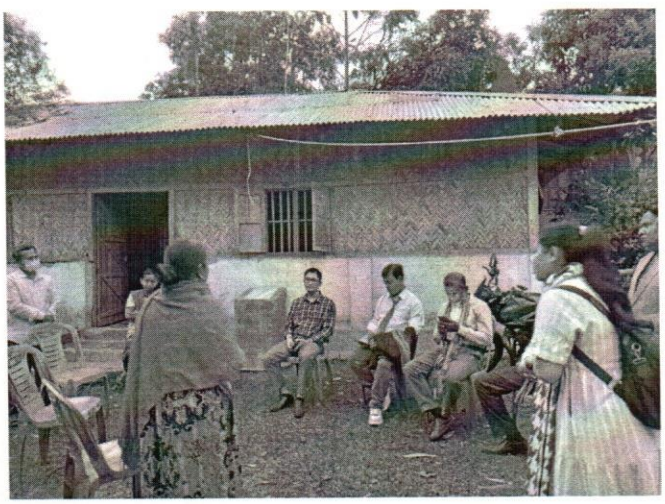

29.09.28

(Md .Aminul Islam)
Additional Secretary
Ministry of Chittagong Hill Tracts Affairs

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

রাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

প্রকল্প/স্কীমের পরিদর্শন প্রতিবেদন

পরিদর্শনের তারিখ: ০৩/০৩/২০২৪ খ্রি.

১। প্রকল্পের নাম: পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কফি ও কাজুবাদাম চাষের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ শীর্ষক প্রকল্প

২। প্রকল্পের উদ্দেশ্য: পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় টেকসই জীবনমান ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকল্পে ২,০০০ দরিদ্র কৃষক পরিবারকে অন্তর্ভূক্ত করে ১.০০ একরের ৮০০ টি কফি ও ১,২০০ টি কাজুবাদাম বাগান সৃজনের মাধ্যমে তাদের আয়ের সুযোগ সৃষ্টিকরণ ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ।

৩। প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী: জনাব মোঃ জসীম উদ্দিন, (উপসচিব) সদস্য-অর্থ, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

৫। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪১০৪.৯০ লক্ষ টাকা

৬। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা: পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

৭। প্রকল্পের অবস্থান:

ক্রম.	জেলা	উপজেলা
১)	রাঙ্গামাটি	রাঙ্গামাটি সদর, কাপ্তাই, নানিয়ারচর, জুরাছড়ি
২)	খাগড়াছড়ি	খাগড়াছড়ি সদর, মাটিরাঙ্গা, মানিকছড়ি, রামগড়
৩)	বান্দরবান	বান্দরবান সদর, রোয়াংছড়ি, রুমা, থানচি

৮। প্রকল্পের অংগভিত্তিক পরিদর্শনের মাস পর্যন্ত অগ্রগতি:

ক্র: নং	আইটেমের নাম (ডিপিপি অনুযায়ী)	একক	পরিমাণ	মোট বরাদ্দ	প্রকল্পের শুরু হতে ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					বাস্তব	আর্থিক
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	(ক) আবর্তক ব্যয়					
১)	সম্মানী ভাতা	থোক	থোক	৯.০০	২৭.৫৬%	২.৪৮
২)	আপ্যায়ন ব্যয়	থোক	থোক	৩.০০	৪৭.২০%	১.৪২
৩)	অনিয়মিত শ্রমিক	থোক	থোক	৪৫.০০	৩৭.০০%	১৬.৬৫
৪)	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	থোক	১৬.০০	৮.০০%	১.২৮
৫)	ডকুমেন্টেশন	থোক	থোক	৫.০০	০.০০%	০.০০
৬)	আউটসোর্সিং	জন	৯	১০০.০০	৩৯.৭২%	৩৯.৭২
৭)	১৬ জন কর্মকর্তা/উপকারভোগীদের বিদেশ প্রশিক্ষণ	জন	১৬	৫৪.০০	০.০০%	০.০০
৮)	কৃষক প্রশিক্ষণ (রোপন ও পরিচর্যা)	জন	২০০০	৩৪.৭৫	৬৬.৭৮%	২৩.২১
৯)	কৃষক প্রশিক্ষণ (ফসল সংগ্রহ, প্যাকেজিং ও বাজারজাতরণ)	জন	২০০০	৩৪.৭৫	২০.০০%	৬.৯৫
১০)	উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	জন	২০০	১৪.০০	০.০০%	০.০০
১১)	কৃষকের অভ্যন্তরীণ উদ্বুদ্ধকরণ সফর	জন	৫০০	২৫.০০	১০.০০%	২.৫০
১২)	কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ	জন	২০	৪.০০	৩৭.৫০%	১.৫০
১৩)	গাড়ি রেজিস্ট্রেশন ফি	টি	৯	৪.০০	৫০.০০%	২.০০
১৪)	গ্যাস ও জ্বালানি	থোক	থোক	৪০.০০	১২.৬৯%	৫.০৮
১৫)	ভ্রমণ ব্যয়	জন	১০	২২.৫০	০.০০%	০.০০
১৬)	উন্নত জাতের কফি ও কাজুবাদামের বীজ/চারা (প্রদর্শন খামার)	থোক	থোক	২০.০০	৪০.০০%	৮.০০
১৭)	বাগানের জন্য সার	টি	২০০০	৭০২.০০	৩৫.২৩%	২৪৭.৩০
১৮)	বাগানের জন্য বালাইনাশক	টি	২০০০	৪০.০০	২১.৬৫%	৮.৬৬
১৯)	চারা তৈরীর জন্য নার্সারী স্থাপন	টি	৫	৫.০০	০.০০%	০.০০
২০)	রোপন সামগ্রী (বীজ ও চারা)	টি	২০০০	১৪০৫.৫৯	৪৪.৭১%	৬২৮.৪৭
২১)	কম্পিউটার সামগ্রী	থোক	থোক	২.০০	৭৫.০০%	১.৫০
২২)	মুদ্রণ ও বাঁধাই	থোক	থোক	২.০০	২১৩.৫০%	৪.২৭
২৩)	স্টেশনারি	থোক	থোক	১২.০০	৪৯.৮৩%	৫.৯৮
২৪)	সৃজিত বাগানের আন্ত:পরিচর্যা	টি	২০০০	৩১২.৭০	৩৭.৮৩%	১১৮.৩০
২৫)	ঘেরাবেড়া	টি	২০০০	১০০.০০	৪২.৬৮%	৪২.৬৮

ক্র: নং	আইটেমের নাম (ডিপিপি অনুযায়ী)	একক	পরিমাণ	মোট বরাদ্দ	প্রকল্পের শুরু হতে ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					বাস্তব	আর্থিক
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
২৬)	মোটর যানবাহন মেরামত	টি	৯	৬.০০	৩৩.০০%	১.৯৮
২৭)	কম্পিউটার মেরামত	টি	৫	১.০০	৬০.০০%	০.৬০
২৮)	যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র	টি	৪	০.৭৫	০.০০%	০.০০
২৯)	প্রকল্পের আর্বতক ব্যয় (অন্যান্য ব্যয়)	থোক	-	০.০০		০.০০
	মোট(রাজস্ব ব্যয়):উপমোট (ক) =			**৩০২০.০৪**	**৩৮.৭৬%**	**১১৭০.৫২**
(খ) মূলধন ব্যয় =						
৩০)	জিএফএস	টি	১০	৩০০.০০	১৮.৮৭%	৫৬.৬১
৩১)	বাঁধ নির্মাণ	টি	১২	১০০.৮০	০.০০%	০.০০
৩২)	ড্রিপ ইরিগেশন	টি	১৫	৩০.০০	৩০.০০%	৯.০০
৩৩)	পানির ট্যাংক স্থাপন অবকাঠামো	টি	৩০০	৬০.০০	০.০০%	০.০০
৩৪)	ডাবল কেবিন পিকআপ	টি	১	৫৩.০০	০.০০%	০.০০
৩৫)	মোটর সাইকেল	টি	৮	১০.০০	৯৯.৮০%	৯.৯৮
৩৬)	ডেস্কটপ কম্পিউটার	সেট	৫	৩.৫০	১০০.০০%	৩.৫০
৩৭)	ফটোকপিয়ার	টি	৩	৪.৫০	৩২.৮৯%	১.৪৮
৩৮)	এয়ার কন্ডিশনার	টি	১	১.০০	০.০০%	০.০০
৩৯)	আসবাবপত্র	টি	৫	২.০০	৭৩.০০%	১.৪৬
৪০)	পাওয়ার পাম্প	টি	৫০	৩০.০০	৭৯.৮০%	২৩.৯৪
৪১)	পানির ট্যাংক	টি	৩০০	৪৫.০০	৫৬.৬৭%	২৫.৫০
৪২)	প্লাস্টিক ড্রাম (পানি সংরক্ষণাগার) টাইপসি	টি	৫৫০	১৩.২০	৪৫.৪৫%	৬.০০
৪৩)	পানির পাইপ	টি	৫০	৫.০০	৭৮.০০%	৩.৯০
৪৪)	কফি প্রক্রিয়াকরণ মেশিন (রোস্টার ও গ্রাইন্ডার)	টি	২০	১২০.০০	১৫.৪১%	১৮.৪৯
৪৫)	কাজুবাদাম প্রক্রিয়াকরণ মেশিন	টি	৬	১২০.০০	০.০০%	০.০০
৪৬)	ন্যাপসেক স্প্রেয়ার	টি	২০০০	৭০.০০	৩৮.৩৪%	২৬.৮৪
৪৭)	হাসুয়া	টি	১৮৬	০.৭০	৯২.৮৬%	০.৬৫
৪৮)	সিকেচার	টি	২০০০	৮.০০	৪১.৭৫%	৩.৩৪
৪৯)	কোদাল	টি	১৮৬	১.০০	৬৫.০০%	০.৬৫
৫০)	ফুট স্প্রে মেশিন	টি	২০০	১৫.৯৬	৮২.৮৩%	১৩.২২
৫১)	বুশ কাটার (Boash Cutter)	টি	২৪	৪.৮০	৯৭.৫০%	৪.৬৮
৫২)	কম্পোস্ট সার প্যাকেট হ্যান্ড সেলাই মেশিন	টি	৬০০	১২.০০	৬৬.৬৭%	৮.০০
৫৩)	কম্পোস্ট সেপারেটর	টি	৬	২.৪০	৬৬.২৫%	১.৫৯
৫৪)	কম্পোস্ট চালুনী	টি	৬০০	১২.০০	৭৫.০০%	৯.০০
	(খ) মোট (মূলধন ব্যয়) =			**১০২৪.৮৬**	**২২.২৩%**	**২২৭.৮৩**
	ফিজিক্যাল কন্টিজেন্সী =			**৩০.০০**	**০.০০%**	**০.০০**
	প্রাইজ কন্টিজেন্সী =			**৩০.০০**	**০.০০%**	**০.০০**
	(ক+খ)=মোট (আবর্তক+মূলধন) =			**৪১০৪.৯০**	**৩৪.০৭%**	**১৩৯৮.৩৫**

৯। প্রকল্পের আওতায় ক্রয় কার্যক্রমঃ পিপিআর- ২০০৮, ক্রয় পদ্ধতিঃ ওটিএম।

১০। প্রকল্পের উপকারভোগীদের মতামতঃ কফি চাষী পার্বন চাকমা, কুকিছড়া, ভাইবোনছড়া ৫নং ইউনিয়ন, ০৬নং ওয়ার্ড, খাগড়াছড়ি সদর পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি এই প্রকল্প হতে বিনামূল্যে কফি চারা ও সার পেয়েছি। আমাকে ভার্মি কম্পোস্ট করে দেওয়া হয়েছে যেখান থেকে সার উত্তোলন করতে সক্ষম হয়েছি। এছাড়া আমরা প্রকল্প থেকে যে ০৮ রকমের সবজি বীজ পেয়েছে তা রোপন ও পরিচর্যার মাধ্যমে বেশ ভালো ফলন পেয়েছি। প্রাপ্ত ফলন থেকে আমরা নিজেদের পরিবারের চাহিদা পূরণ করে অবশিষ্ট ফসল বাজারে বিক্রি করে আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছি। আমি আমার বাগানে নিয়মিত পরিচর্যা করছি। আমি আশাবাদি যে আগামীতে কফির ফসল বিক্রয়ের মাধ্যমে আমার আর্থিক সমস্যা দূর হবে। আমাকে কফি চাষে নিয়োজিত করার জন্য আমি প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

১১। প্রকল্পের বিদ্যমান সমস্যা ও পর্যবেক্ষণ: কফি ও কাজুবাদাম প্রকল্পটির কার্যক্রম তিন পার্বত্য জেলার মোট ১২টি উপজেলায় মাত্র ০৬জন মাঠ সংগঠকের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটির আওতাধীন এলাকা দূর্গম ও প্রত্যন্ত পার্বত্য অঞ্চল হওয়ায় সীমিত সংখ্যক জনবল দিলে এরকম বৃহৎ কর্মকান্ড পরিচালনা করায় প্রকল্পের কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটছে।

১২। সুপারিশসমূহঃ উক্ত প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শণকালে স্থানীয় চাষীর সাথে আলোচনা হয়েছে। তারা সার, চারা গাছ এবং প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ পেয়েছে। প্রকল্পের কার্যক্রম সন্তোষজনক এবং গুনগতমান ভালো।

১৩। ছবিঃ





তারিখ:

২৭.০৬.১৪

(মোঃ আমিনুল ইসলাম)
অতিরিক্ত সচিব
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

মানিকছড়ি ইংলিশ স্কুল পরিদর্শন প্রতিবেদন

০১। পরিদর্শনের আদেশ : স্মারক নং- ২৯.০০.০০০০.২১৩..৯৯.০৩০.২২-১৫৬ তারিখ : ২৯/০২/২০২৪খ্রি.
০২। পরিদর্শনের তারিখ : ০৪/০৩/২০২৪ খ্রি.
০৩। পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী : জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব, চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৪। বিদ্যালয়ের নাম : মানিকছড়ি ইংলিশ স্কুল।
০৫। বিদ্যালয়ের ঠিকানা : গ্রাম- আমতল, ওয়ার্ড নং- ০৪, ইউনিয়ন- ০১ নং মানিকছড়ি ইউনিয়ন পরিষদ, ডাকঘর- মানিকছড়ি(৪৪৬০), উপজেলা- মানিকছড়ি, জেলা- খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
০৬। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার তারিখ : ২৩/১১/২০০৮ ইং
০৭। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : ড. এ,এম, অলি উল্যা (সাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মানিকছড়ি-২০০৮খি.)
০৮। বিদ্যালয়ের বর্তমান সভাপতি : সৈয়দা সাদিয়া নূরীয়া (উপজেলা নির্বাহী অফিসার,মানিকছড়ি)
০৯। বিদ্যালয়ের অবস্থান : মানিকছড়ি উপজেলা সদর (পাহাড়ী অঞ্চল)।
১০। বেনবেইজ কর্তৃক EIIN সনদ প্রাপ্তির তারিখ : ৩১/০১/২০২৪খ্রি.
১১। বিদ্যালয়ের EIIN নম্বর : ১৩৯৯২৭।
১২। পাঠদান মাধ্যম : বাংলা ও ইংলিশ ভার্সন (প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি ইংলিশ ভার্সন ও ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা ভার্সন।
১৩। শ্রেণি কার্যক্রম : নার্সারি থেকে দশম শেণি (মোট ১২টি শ্রেণি)।
১৪। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংখ্যা : ২০২৪খ্রি. বিদ্যালয়ে মোট শিক্ষাথী সংখ্যা ২৪২ জন।
১৫। শ্রেণি ভিত্তিক শিক্ষার্থী : তালিকা

ক্রমিক নং	শেণি	ছাত্র	ছাত্রী	মোট শিক্ষার্থী
০১	নার্সারি	১২	০৮	২০
০২	কে.জি	০৮	১৫	২৩
০৩	প্রথম শ্রেণি	১৫	১৬	৩১
০৪	দ্বিতীয় শ্রেণি	০৮	০৬	১৪
০৫	তৃতীয় শ্রেণি	০২	০৩	০৫
০৬	চতুর্থ শ্রেণি	০৩	০৩	০৬
০৭	পঞ্চম শ্রেণি	০২	০২	০৪
০৮	ষষ্ঠ শ্রেণি	১৭	১০	২৭
০৯	সপ্তম শ্রেণি	২৩	০৮	৩১
১০	অষ্টম শ্রেণি	২৩	১৭	৪০
১১	নবম শ্রেণি	১৭	০৫	২১
১২	দশম শ্রেণি	১৬	০৪	২০
			মোট শিক্ষার্থী	২৪২ জন

১৬। বিদ্যুৎ সংযোগ : আছে।
১৭। ক্যাশবই ও রেকর্ড সংরক্ষণ : যথাযথ।
১৮। আয়-ব্যয় রেকর্ড সংরক্ষণ : সোনালী ব্যাংক, মানিকছড়ি শাখা (সঞ্চয়ী হিসাব নং ৩৪০০৭৪৩৮)

১৯। তহবিল : সংরক্ষিত তহবিল (এফ.ডি.আর) ১০,০০,০০০(দশ লক্ষ) টাকা এবং
: সাধারণ তহবিল : প্রায় ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা আছে।
২০। অবকাঠামো : খেলার মাঠসহ ১(এক) টি পাকা ভবন, ৩(তিন) টি টিন শেড ঘর আছে।
২১। ব্যবহারযোগ্য আসবাবপত্র : প্রয়োজন মাফিক আছে।
২২। কম্পিউটার ল্যাব : ৪টি ডেস্কটপ ও ১টি ল্যাপটপ আছে।
২৩। লাইব্রেরি : প্রায় ১১৫০ টি বই আছে।
২৪। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, চট্টগ্রাম কর্তৃক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতির তারিখ : ১০/০৯/২০২৩খ্রি.
২৫। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, চট্টগ্রাম কর্তৃক প্রতিষ্ঠান পাঠদান প্রাপ্তির তারিখ : ১৭/০১/২০২৪খ্রি.
২৬। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, চট্টগ্রাম কর্তৃক কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদনের তারিখ : ০৩/০৩/২০২৪খ্রি.
২৭। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, চট্টগ্রাম কর্তৃক গঠিত কার্য নির্বাহী কমিটির বিবরণ :

ক্রম	নাম	পদবী	মন্তব্য
০১	সৈয়দা সাদিয়া নূরীয়া	সভাপতি	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মানিকছড়ি।
০২	মোঃ জয়নাল আবেদীন	দাতা সদস্য	চেয়ারম্যান, মানিকছড়ি উপজেলা পরিষদ।
০৩	মাহমুদ মহিউদ্দিন আহমেদ	অভিভাবক সদস্য	জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত।
০৪	এম জাকির হুসাইন সিরাজ	অভিভাবক সদস্য	জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত।
০৫	মোঃ গোলাম রসুল	সদস্য সচিব	প্রধান শিক্ষক, মানিকছড়ি ইংলিশ স্কুল।

২৮। শিক্ষক/কর্মচারী সংখ্যা : প্রধান শিক্ষক ০১জন, সহকারি শিক্ষক ১৩ জন, কর্মচারী ০২ জনসহ মোট ১৬ জনের বিবরণ।

ক্রম	নাম	পদবী	মন্তব্য
০১	মোঃ গোলাম রসুল	প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষ	এম.এ, বিএড
০২	সুইনাংচিং মারমা	সহকারি শিক্ষক	এম.এ, বিএড
০৩	শিলু দে	সহকারি শিক্ষক	বি.এ
০৪	শাহানারা আক্তার	সহকারি শিক্ষক	বি.এস.এস
০৫	আয়েশা আক্তার	সহকারি শিক্ষক	এম.এ
০৬	মোঃ সাইদুল ইসলাম	সহকারি শিক্ষক	বি.এ
০৭	নাসিমা আক্তার	সহকারি শিক্ষক	এম.এস.এস
০৮	শান্তা দে	সহকারি শিক্ষক	বি.এস.এস
০৯	পুজা সেন	সহকারি শিক্ষক	বি.এ
১০	আনজুমা আক্তার	সহকারি শিক্ষক	বি.এ
১১	মোসা. রাবেয়া আক্তার	সহকারি শিক্ষক	এম.এ
১২	ফাতেমা বেগম	সহকারি শিক্ষক	বি.এ
১৩	মংসাউ মারমা	সহকারি শিক্ষক	বি. এস.এস
১৪	অনুপম দেব নাথ	সহকারি শিক্ষক	এইচ.এস.সি
১৫	দোঅংপ্রু মারমা	অফিস সহকারি	ডিগ্রি পাশ
১৬	নার্গিস আক্তার	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	অষ্টম শেণি

২৯। বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির প্রধান উপদেষ্টা : জোন কমান্ডার, সিন্দুকছড়ি জোন, গুইমারা,খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
৩০। বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক : চেয়ারম্যান, মানিছড়ি উপজেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
৩১। বিদ্যালয় পরিদর্শনের ছবি : ০৪-০৩-২০২৪খ্রি.



মন্তব্য ও সুপারিশ :

খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়ি উপজেলাধীন ০১ নং মানিকছড়ি ইউনিয়নের ০৪ নং ওয়ার্ডের আমতল গ্রামে মানিকছড়ি ইংলিশ স্কুলটি অবস্থিত। বিদ্যালয়টি ১০/০৯/২০২৩খ্রি. প্রতিষ্ঠিত হয়। দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে তৎকালীন উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব ড. এ,এম, অলি উল্যা মহোদয়, মানিকছড়ি এলাকার সেনাবহিনীসহ স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তির সমন্বয়ে মানিকছড়ি ইংলিশ স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। সরজমিনে পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন মানিকছড়ি উপজেলা র্নিবাহী অফিসার জনাব সৈয়দা সাদিয়া নূরীয়া, খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদের সম্মানিত সদস্য জনাব মোঃ মাঈন উদ্দিন, মানিকছড়ি ইংলিশ স্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ গোলাম রসুলসহ স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। পরিদর্শনকালে জানতে পারি এ বিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করে দেশের স্বনাধন্য শিক্ষা পতিষ্ঠানে পড়াশোনার সুযোগসহ স্কলারশিপের মাধ্যমে বিদেশেও (হাংগ্রি) পড়াশোনা করছে। বিদ্যায়টিতে প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম পর্যন্ত ইংলিশ ভার্সন এবং ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম শেণি পর্যন্ত বাংলা ভার্সনে পাঠদান করানো হয়। বিগত এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের পাশের হার ৯৮%-১০০%। বিদ্যালয়টি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, চট্টগ্রাম হতে পাঠদানের অনুমিত লাভ করেছে। দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়টির নামে ভূমি বন্দোবস্তি না থাকায় অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ সরকারি-বেসরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি/উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব সৈয়দা সাদিয়া নূরীয়া। এছাড়া বিদ্যালয়ে প্রতি এলাকাবাসীর যথেষ্ট আন্তরিকতা পরিলক্ষিত হয়েছে। বিদ্যালয়টি খাগড়াছড়ি-চট্টগ্রাম মূল সড়কের পাশে অবস্থিত হওয়ায় শিক্ষার্থীসহ সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থা দেখে মনে হয়েছে যে, এটি একটি আদর্শ বিদ্যালয়। পাহাড় ঘেরা সবুজের অরন্য খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মানিকছড়িতে অবস্থিত **মানিকছড়ি ইংলিশ স্কুলের** নামে ভূমি বন্দোবস্তির যৌক্তিকতা রয়েছে বলে আমি মনে করি।

সার্বিক বিবেচনায় খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়ি উপজেলাধীন ০১ নং মানিকছড়ি ইউনিয়নের ০৪ নং ওয়ার্ডের আমতল গ্রামে প্রতিষ্ঠিত মানিকছড়ি ইংলিশ স্কুলের নামে ভূমি বন্দোবস্তির অনুমতি প্রদানের জন্য সুপারিশসহ প্রতিবেদন পেশ করছি।

২৭.০৩.২৪

মোঃ আমিনুল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

এনজিও পরিদর্শণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন

পরিদর্শণের তারিখ:০৪/০৩/২০২৪

১। এনজিওর নাম: জাবারাং কল্যাণ সমিতি,খাগড়াপুর,খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

২। প্রকল্পের নাম: ওয়াই-মুভস

৩। প্রকল্পের লক্ষ্য:

প্রকল্প ভুক্ত এলাকার শিশুদের, বিশেষ কের মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণ, সুরক্ষা এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের অধিকার কে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে একটি গতিশীল এবং সুশীল সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখা।

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

ক) ১০ থেকে ২৪ বছর বয়সী যুব সমাজ বিশেষ করে কিশোরী ও তরণীরা তাদের জীবনকে প্রভাবিত করে এমন যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের অধিকার এবং শিশু সুরক্ষা বিষয়ে নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম হবে।

খ) যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের অধিকার অর্জন এবং লিঙ্গ ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা প্রশমনে জাতীয় ও জেলাপর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্টদের জবাব দিহিতা নিশ্চিত করনে শিশু ও যুব নেতৃত্বাধীন নেট ওয়ার্কসহ সুশীল সমাজের সক্ষমতা এবং অংশীদারিত্ব শক্তিশালীকরণ।

গ)লিঙ্গ ভিত্তিক ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা হতে সুরক্ষা এবং যুব সমাজের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ক নীতি ও কর্মসূচী বাস্তবায়নে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সেবাদানকারী কর্তৃপক্ষ ও সামাজিক নেতৃবৃন্দের কর্ম তৎপরতা ও গঠনমূলক সামাজিক মূল্যবোধ বৃদ্ধি করণ।

৫। দাতাসংস্থার নাম: প্লান ইন্টার ন্যাশনাল বাংলাদেশ

৬। প্রকল্পের মেয়াদ: মার্চ ২০২২ থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত।

৭। প্রকল্পের সর্বমোট বাজেট(সংশোধিত): ৪৮,৮১,৮৫২/-(আটচল্লিশ লক্ষ একাশি হাজার আটশত বায়ান্ন টাকা মাত্র)।

৮। কর্ম এলাকা: খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার পেরাছড়া ইউনিয়নাধীন পল্টন জয়পাড়া, বেলতলীপাড়া ও চেলাছড়া পাড়া।

৯। প্রকল্পের মূল কার্যক্রমসমূহ:

পেরাছড়া ন্যাশনাল চিলড্রেন টাস্ক ফোর্স কমিটির সদস্যদের নিয়মিত মাসিক অধিবেশন আয়োজন। যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক অধিকার, শিশু সুরক্ষা বিষয়ক রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ এবং স্থানীয় নেটওয়ার্কের ত্রৈমাসিক সভা। এছাড়া জেলা পর্যায়ে অর্ধ-বার্ষিক কৈশোর বান্ধব স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নে স্কোর কার্ড ব্যবহার ও ফলাফল পর্যালোচনা সভা। খাগড়াছড়িতে ঝুকিপূর্ণ শিশুশ্রম ও বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে প্রশাসনের উপস্থিতিতে জবাবদিহিতা অধিবেশন আয়োজন। মাঠ পর্যায়ে অভিভাকদের সাথে প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক অবহিত করন সভা আয়োজন করা।আর্ন্তজাতিক নারী দিবস ও অভিভাবকদের নিয়ে নিয়মত মতবিনিময় সভা। শিশু অধিকার সপ্তাহ পালন, প্রতিপাদ্য বিষয়-(গড়বে শিশু সোনার দেশ, ছড়িয়ে দিবে আলোর রেশ)।

১০। পরিদর্শণ সম্পর্কিত বিবরণ:

গত ০৪ মার্চ ২০২৪ তারিখে জাবারাং কল্যাণ সমিতি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "ওয়াই মুভস" প্রকল্পের কর্ম এলাকা পল্টন জয়পাড়ায় পরিদর্শণ করা হয়। পরিদর্শন কালে প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট পেরাছড়া ইউনিয়ন শাখার ন্যাশনাল চিলড্রেন টাস্ক ফোর্স এর প্রতিনিধি, অভিভাবক এবং স্থানীয় প্রতিনিধি পেরাছড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব তপন বিকাশ ত্রিপুরা, একজন নারীকারবারীসহ প্রকরেল্প কার্যক্রম সম্পর্কে মতবিনিময় সভা করা হয়। প্রকল্প কার্যক্রম সম্পর্কে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ বলেছেন যে, এ প্রকল্পের কার্যক্রমের ফলে কিশোর-কিশোরীও অভিভাবকদের মধ্যে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে, বাল্য বিবাহের কুফল এবং বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে করণী বিষয়ে অবহিত হয়েছে।

১১। এনসিটিএফ ও স্থনীয় অভিভাবকদের অভিমত/দাবী:

বর্তমানে এলাকার মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহবৃদ্ধি পেয়েছে। এ অবস্থায় এসএসসি পাশ করার পর অনেক শিক্ষার্থী কলেজে পদাপর্ন করছে। কিন্তু আর্থিক সমস্যার কারণে অনেকে ঠিকমতে কলেজের বই কিনতে পারেনা। এ প্রেক্ষিতে গত বছর খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে চেয়ারম্যান হিসেবে একজন কিশোরী গার্লস টেকওভারের সময় উচ্চ –মাধ্যমিকের শিক্ষার্থী জন্য ১০০ সেট বইপ্রদানের জন্য প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছিল। কিন্ত তারা এখনো সেই বই পাইনি। সতরাং চলতি বছরে পেরাছড়া ইউনিয়ন থেকে যারা এসএসসি পাশ করবে তাদের ১০০ সেট বই প্রদানে দৃষ্টি আকর্ষন করছে।

১২। সুপারিশ:

প্রকল্পের কার্যক্রম অত্যন্ত চমৎকার ও সন্তোষজনক এবং স্থানীয় জনগন এর সাথে সম্পৃক্ত। তৃণমূল পর্যায়ে জাবারাং কল্যাণ সমিতি এ কার্যক্রমের ফলে মানুষের মধ্যে জনসচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া স্থানীয় জনগন এ প্রকল্পের মাধ্যমে অনেক সুযোগ-সুবিধা পেয়েছে এবং উপকার হয়েছে বলে জানান। এছাড়া এস এস সি পাশ করার পর পেরাছড়া ইউনিয়নের উচ্চ-মাধ্যমিকের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে ১০০ সেট বই বিতরণ করার জন্য খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মহোদয় কে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং জনস্বার্থে পল্টন জয়পাড়ায় লাইব্রেরি কাম কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণের জন্য খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার অনুরোধ করা হলো।

(মো: আমিনুল ইসলাম)
অতিরিক্ত সচিব
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

পরিদর্শন কার্যক্রমের ছবিঃ

